দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

69

শিক্ষাঙ্গন

বরিশাল মেডিকেল কলেজের সমস্যা

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজটির সমস্যা অনেক। এসব সমস্যার মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, লাইব্রেরী, খেলাধূলার সরঞ্জাম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম ও কেন্টিনের অভাবই প্রধান। ১৯৬৮ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের অভাব রয়েই গেছে। কোন সময়ই শিক্ষকের অভাব পূরণ করা হয়নি। বিশেষ করে ১৯৮৪ সাল থেকে শিক্ষকের অনুপস্থিতির হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের মাত্র ৪৪ জন শিক্ষক ভাগাভাগি করে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস নিচ্ছেন। এদের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হয়েও কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে হাসপাতালের চিকিৎসা কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজের অনেক বিভাগে এখনো শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অতি মূল্যবান বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় অসুবিধা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চমূল্যে বাজার থেকে বই ক্রয় করে পড়াশুনা চালাতে হয়, যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বর্তমানে কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার ৫৩ জন। কলেজে ছেলেদের জন্য তিনটি ও মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল আছে। সর্বমোট এই চারটি হোস্টেলের সিট সংখ্যা ৭৬৮। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের কমন রুম, ব্যায়ামাগার, হোস্টেলের করিডোর এমনকি কলেজের জন্য বরাদ্দ গাড়ীবিহীন গ্যারেজেও বসবাস করতে হচ্ছে। এ ছাড়াও হোস্টেলগুলো সংস্কারের অভাবে বর্তমানে ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ে। পানির ট্যাংকগুলো পরিষ্কার না করায় ছাত্র-ছাত্রীদের ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানি সকল প্রকার কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ডাইনিং হলে নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার পেটের পীড়ায় ভুগতে হয়।

যার ফলে অনেকেই বাইরে থেকে খাবার এনে খায়। হোস্টেলগুলোর বাথরুম ও পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধে সেখানে প্রবেশ করা যায় না।

এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রত্যেক হোস্টেলে একটি করে কমন রুম থাকা সত্ত্বেও স্থান সংকুলানের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে নেবার ফলে কমন রুমের অভাব প্রকৃতপক্ষে রয়েই গেছে। নামে মাত্র একটি ব্যায়ামাগার আছে, কিন্তু সেখানে কোন প্রকার সরঞ্জাম নেই। বরং সেটি কলেজের কতিপয় কর্মকর্তার গরু রাখার ঘরে পরিণত হয়েছে। ছাত্রদের খেলাধূলা করার জন্য যে মাঠটি রয়েছে সেটি এখন গো-চারণ ক্ষেত্র। এর একমাত্র কারণ খেলাধূলার, কোন প্রকার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় না।

কলেজটিতে একটি কেন্টিন থাকা সত্ত্বেও বছরের বেশী সময়ই সেটি বন্ধ থাকে। ক্যান্টিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ টেবিল-চেয়ার নেই। বিভিন্ন সময় এটি ইজারা দেয়া হলেও সরকারী রেশনিংয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ না পাওয়াই কেন্টিন বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ।

কলেজের চারদিকে দেয়াল না থাকায় রাতের বেলায় কলেজটি বহিরাগত কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ব্যক্তির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় বাতির ব্যবস্থা নেই।

কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মোট ১৬৩ জন কর্মচারীর পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সর্বমোট ১২৭ জন কর্মচারী বিভিন্ন পদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে কলেজের প্রশাসনিক কাজে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কলেজের এসব সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তা সত্বর সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রত্যাশা।

—মাহাবুব মোর্শেদ শামিম